Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

Ministry of Industries

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

“মধুপুরের আনারস”

GI Journal No. 34

Published on : 20 JUN 2024

www.dpdt.gov.bd

(ঙ) পরিচালক (জি আই)
(চ) সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ) উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
মহাপরিচালক

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফি সহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জিআই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রের স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রের পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিতকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ঙ) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ, এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালক সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৫২
আবেদনের তারিখঃ ০৭-১১-২০২৩ খ্রিঃ

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য **"মধুপুরের আনারস"** যা শ্রেণি ৩১ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশকের নামঃ **"মধুপুরের আনারস"**

শ্রেণিঃ ৩১

ক) **আবেদনকারীর নাম** ঃ জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল।

খ) **ঠিকানা** ঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল।

গ) **ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা** ঃ উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) **প্রকার** ঃ এক প্রকার তাজা ফল।

ঙ) **স্পেসিফিকেশন ঃ**

১। আনারস এক প্রকার গুচ্ছ ফল।

২। মধুপুরের আনারস জায়ান্ট কিউ জাতের।

৩। প্রতিটি আনারস ১.৫-২ কেজি ওজনের হয়ে থাকে।

৪। পাকা আনারস সবুজাভ, শাঁস হালকা হলুদ, চোখ প্রশস্থ ও চ্যাপ্টা, বেশি রসালো।

৫। এ জাতের পাতা কাঁটাবিহীন, টক-মিষ্টি স্বাদের সুগন্ধযুক্ত।

৬। এটি সবচেয়ে বড় জাতের আনারস।

৭। কাঁচা আনারস গাঢ় কালচে সবুজ, পাকার পর সবুজ ছাপযুক্ত কমলা হলুদ রঙের হয়।

৮। পাকা আনারস পুষ্টিগুণে ভরপুর। এতে রয়েছে ক্যারোটিন, ভিটামিন বি, সি ও ক্যালসিয়াম। এটি ফাইবার ও ক্যালরিসমৃদ্ধ।

৯। দো-আঁশ, বেলে-দোআঁশ মাটিতে বেশি জন্মে।

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ

মধুপুরের আনারস একটি মৌসুমী ফল। এই আনারসের জলীয় অংশের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি, যার কারণে রসে টইটম্বুর। টক-মিষ্টি স্বাদের আনারসে কিছুটা সুগন্ধিও বিদ্যমান এবং হালকা হলুদাভ বর্ণের। আকারে বেশ বড়। এর পাতা সবুজ এবং প্রায় কাঁটাবিহীন। চোখ চ্যাপ্টা ও প্রশস্ত ধরণের। এর ফলন খুব ভালো হয়। এটি এ এলাকার প্রধান অর্থকরী ফসল। হেক্টর প্রতি ফলন হয় প্রায় ৪০ মেট্রিকটন।

পাকা আনারস পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্য উপযোগী ফলে ৮৯.৩ গ্রাম জলীয়, ১ গ্রাম প্রোটিন, ৯.৩ গ্রাম শ্বেতসার, ০.২ গ্রাম স্নেহ, ০.৩ গ্রাম খনিজ, ১৮ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ৬৪০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন, ২৬ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, এবং ৪২ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি রয়েছে (ফল উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল, (পৃষ্ঠা নং ৫৩-৫৪), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর। এতে দেখা যায় যে এটি কোলেস্টেরল ও ফ্যাটমুক্ত। ফাইবার ও ক্যালরি সমৃদ্ধ। যা মানব শরীরের জন্য খুবই উপকারী। এছাড়াও এতে কিছু ঔষধি গুণ রয়েছে, যা শরীরের বল বৃদ্ধি করে, কফপিত্ত বর্ধক, পাচক ও ঘর্মকারক। এছাড়াও এতে ব্রোমিলিন নামক এক ধরনের জারক রস থাকে, যা পরিপাকে দারুণভাবে সহায়তা করে। কচি ফলের শাঁস ও পাতার রসে মধু মিশিয়ে সেবন করলে কৃমির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এছাড়া মুখরোচক তরকারী হিসেবেও কাঁচা আনারস ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

মধুপুরের গড় এলাকার মাটির অম্লতা, পানি জমে না থাকায় বিষয়টি এখানে আনারস চাষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, টাঙ্গাইল এর তথ্য অনুযায়ী মধুপুরের মাটির pH ৪.৫-৫.৫ পর্যন্ত। এবং মধুপুরের মাটি অম্লীয়। আনারসের চারা রোপণ থেকে শুরু করে তাতে ফুল আসা এবং পরিপক্ব আনারস পেতে প্রায় ১৮ মাস সময় লেগে যায়। তবে পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা করতে পারলে আনারস ক্ষেতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বেডে চারা রোপণ করে প্রায় সারা বছরই এ ফল পাবার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া আনারসের সাথে সাথী ফল হিসেবে পেঁপে, আদা, কচু, হলুদ, কলারও চাষ হয়। পুরোপুরি সেচ প্রয়োজন না হলেও শুষ্ক মৌসুমে কিছুটা সেচের দরকার পড়ে। তবে অতিবৃষ্টিতে পানি জমে না থাকার ব্যবস্থা করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়া প্রচন্ড রোদ মাঝেমাঝে আনারসের গায়ে পড়ে তা পুড়ে যেতে পারে। যাকে বলে সানবার্ন। এমন হলে আনারসের বৃদ্ধি ব্যহত সহ নষ্ট হয়েও যেতে পারে। তাই আনারস চাষীরা এসময় আনারসের গায়ে খড় দিয়ে ঢেকে রাখেন। ক্ষেত হতে আনারস কাটার পর থেকে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ৭ দিন পর্যন্ত ভালো থাকে।

মধুপুরের আনারসের চাহিদা ও জনপ্রিয়তা সারাদেশে প্রচুর। এখানকার জলছত্র বাজারকে আনারসের রাজধানী বলা হয়। উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে এখানে আনারস চলে আসে। সাইকেল, ভ্যান, পিক আপ, ট্রাকে করে তা পৌঁছে যায় দেশের বিভিন্ন স্থানে। ভোর থেকে চলে কেনাবেচা। বেলা বাড়ার সাথে সাথে তা কমতে থাকে। তবে সপ্তাহের মঙ্গলবার এবং শুক্রবার বসে হাটের মেলা। এছাড়া প্রতিদিন তো চলছেই বাজার। আনারস চাষীরা আবার কেউ কেউ এখন অনলাইনভিত্তিকও বিক্রি করছে। কেউ অর্ডার করলেই আনারস পাঠিয়ে দেয় সরাসরি বাগান থেকেই।

মধুপুরের আনারস রপ্তানির উপযোগী করে প্রক্রিয়াজাত করতে পারলে এর চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে উৎপাদনও বাড়বে। ফলে এলাকার লোকজনের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে এবং তারা অর্থনৈতিকভাবেও উপকৃত হবে। যা তাদের জীবনমানে উন্নয়ন ঘটাবে।

মধুপুরের আনারস মধুপুরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে পুরোটাই সম্পৃক্ত। তাদের জীবন-যাপন থেকে শুরু করে বাণিজ্যও গড়ে উঠেছে একে ঘিরেই। আনারস পাকার সময় মেয়ের জামাই বা আত্মীয় পরিজন কেউ বাড়ি আসলে তাদের আপ্যায়ণ করা হয় মধুপুরের আনারস দিয়ে। শুধু তাই নয় সময়টাতে আত্মীয় বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি আনারস পাঠাতেও ভুল করে না। আর এমন বিষয়গুলো তাদের রেওয়াজের সাথেই সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে। এছাড়া আনারস পাকার সময়কে ঘিরেই ব্যবসায়ীদের হালখাতার আয়োজন করা হয় এই সময়েই। অর্থাৎ জুন-জুলাই মাসে।

আনারসের সাথে এলাকার (৬০-৭০)% মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্ভর করে।

অর্থনীতিতে রয়েছে এর ইতিবাচক প্রভাব। কারণ মধুপুরের পাহাড়, বাইদ, শালবনের গড় এলাকা আনারস চাষের জন্যে উপযোগী। চাহিদার প্রেক্ষিতে এর সবটুকু ব্যবহার করা হলে একদিকে যেমন উৎপাদন বাড়বে তেমনি এলাকার লোকজন অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে। যা দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারবে।

ইদিলপুর আনারসচাষী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর বর্তমান সভাপতি এ, কে, এম ফজলুল হক সাহেবের সাথে কথা বলে জানা যায়, ইদিলপুর গ্রামে গারো মিজিদয়াময়ী প্রথম ১৯৪২ সালের দিকে শুরু করেন আনারস চাষ। তিনি মূলত মিজি গান্ধী নামেই পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীতে তার উত্তরসূরী ভেরেন সাংমা ষাটের দশকে ৭৫০ টি আনারসের চারা নিয়ে চাষ শুরু করেন এবং সফল হন। এরপর ধীরে ধীরে আনারসের চাষের বিষয়টি ছড়িয়ে পরে ঐ এলাকার সবার মধ্যেই। আনারস চাষীরা তখন আনারস আবাদে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠে-এর ফলন দেখে তারা আনারস নিয়ে বিভিন্ন শহরে শহরেও বিক্রির উদ্দেশে গমন করতো। এমন চাষীদের কল্যাণে অবশেষে ১৯৭৬ সালে গঠন করা হয় ইদিলপুর আনারস চাষী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড। যা রেজিস্ট্রেশন পায় ১৯৭৭ সালে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই সমিতির মাধ্যমে চাষীদের অনেক উন্নতি হয়েছে। ইতোমধ্যে সমিতির উদ্দেশ্য প্রায় ৭৫% সফল হয়েছে। সমিতির প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ছিলনে মি: জেজি আর চিছিম। আর প্রতিষ্ঠাকালীন সেক্রেটারি ছিলেন মরহুম আব্দুল হালিম তালুকদার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দুইবার তাদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে সম্মাননা দিয়েছেন। একবার পেয়েছেন ১৯৮২ সালে এবং দ্বিতীয়বার পেয়েছেন ২০০২ সালে।

ছ) ভৌগোলিক নির্দেশকের এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

মধুপুর উপজেলায় ১১ টি ইউনিয়ন এবং ১ টি পৌরসভার মধ্যে গোলাবাড়ি ও মির্জাবাড়ি ইউনিয়নে আনারসের কোন চাষ হয় না। আর এদিকে কুড়ালিয়া এবং আলোকদিয়ায় আংশিক চাষ হয়। মধুপুর উপজেলায় আনারস চাষে মোট আবাদকৃত জমি ৬৮৪০ হেক্টর। হেক্টর প্রতি আনারসের ফলন ৪০ টন। সম্ভাব্য মোট উৎপাদন ১৭৬৮৫০ মেট্রিকটন। সম্ভাব্য মূল্য বিয়াল্লিশ কোটি বার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা।

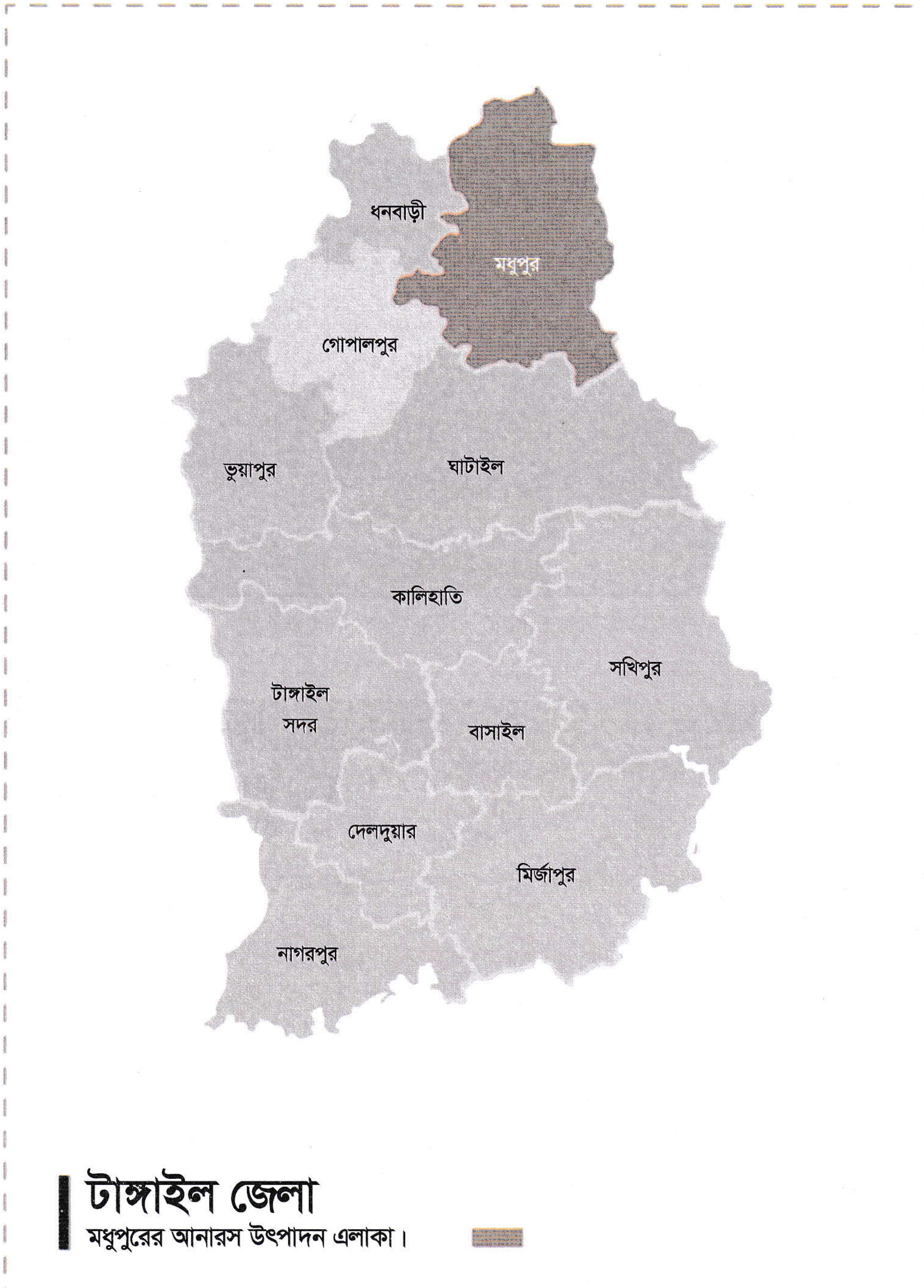

ছবি ঃ মধুপুরের আনারস উৎপাদন এলাকার মানচিত্র।

জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ ঃ

১৯৬৩ সালে প্রকাশিত সংস্করণে আশরাফ সিদ্দিকীর 'লোকসাহিত্য' বইয়ের ২৪৪ নং পৃষ্ঠায় মধুপুরের আনারসের কথা উল্লেখ আছে।

জেলা ব্র্যান্ড বুকের ৬০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "টাঙ্গাইল জেলার পুরো মধুপুর উপজেলায় প্রচুর আনারস চাষ হয়। মধুপুরের অরণখোলা, শোলাকুঁড়ি, আউশনারা ইউনিয়নে আনারস চাষ সবচেয়ে বেশি। সাতসকালে সরগরম হয়ে যায় মধুপুরের আনারসের হাট যা জলছত্র হাট নামে পরিচিত। এখান থেকেই মধুপুরের আনারস সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।"

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত 'কৃষি প্রযুক্তি হাতবই' এর অষ্টম সংস্করণের ২০০ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "আবাদকৃত আনারসের মধ্যে জমি এবং উৎপাদনের দিক থেকে জায়েন্ট কিউ জাতটির অবস্থান সবার উপরে। পাকা আনারস সবুজাভ ও শাঁস হালকা হলুদ। চোখ প্রশস্ত ও চ্যাপ্টা। গড় ওজন ২ কেজি। গাছের পাতা সবুজ, প্রায় কাঁটাবিহীন। ফল খেতে টক-মিষ্টি স্বাদের। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩০-৪০ টন।" সেখানে টাঙ্গাইল জেলায় অধিক পরিমাণে চাষ হওয়ার কথাও বলা হয়।

মধুপুরের ইদিলপুর গ্রামের ক্ষুদ্র-নৃতাত্ত্বিক গারো সম্প্রদায়ের মিজি দয়াময়ী সাংমা প্রথম আনারস চাষ করেন। ওই চাষকে সমৃদ্ধ করে বতর্মানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আনারস চাষ হয়।"

মধুপুরের আনারস নিয়ে ঢাকা মেইলের এক সংবাদে বলা হয়েছে, "টাঙ্গাইল জেলার একটি উপজেলা মধুপুর। আর এই মধুপুর উপজেলা আনারসের জন্য বাংলাদেশে বিখ্যাত। যাকে অনেকেই বলে থাকেন আনারসের রাজধানী। কেননা, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পাইকারি আনারসের বাজার বসে মধুপুরে। মধুপুর উপজেলার বেশির ভাগ জমিতেই আনারসের আবাদ হয়। মধুপুর আর আনারস একটির সঙ্গে আরেকটি নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।"

ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

আনারস চাষের জন্য প্রথমেই মাটি ভালোভাবে মই দিয়ে ঝুরঝুরে ও জমি সমতল করতে হয়। যাতে বৃষ্টির পানি কোন স্থানে জমে না থাকতে পারে। জমি থেকে ১৫ সেমি উঁচু এবং ১ মিটার প্রশস্ত বেড তৈরি করতে হয়। আর এক বেড থেকে আর এক বেডের মাঝে (৪০-৫০) সেমি নালা রাখতে হয়।

চারা রোপণ ঃ মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ (অক্টোবর থেকে নভেম্বর) আনারস চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। তাছাড়া সুবিধা থাকলে মধ্য মাঘ থেকে মধ্য ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত চারা লাগানো যায়। ১ মিটার প্রশস্ত বেডে দুই সারিতে চারা রোপণ করতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব (৩০-৪০) সেমি রাখতে হয়।

সার প্রয়োগ ঃ পচা গোবর সার (২৯০-৩১০) গ্রাম/গাছ, ইউরিয়া (৩০-৩৬) গ্রাম/ গাছ, টিএসপি (১০-১৫) গ্রাম/গাছ, এমপি (২৫-৩৫) গ্রাম/গাছ, জিপসাম (১০-১৫) গ্রাম/গাছ আনারসের ক্ষেতের জন্য উপযোগী। এক্ষেত্রে গোবর, জিপসাম ও টিএসপি সার বেড তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও পটাশ সার চারা রোপণের (৪-৫) মাস পর থেকে শুরু করে ৫ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। সার বেডে ছিটিয়ে ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

পরিচর্যা ঃ শুষ্ক মৌসুম হলে আনারস ক্ষেতে সেচ দেয়া প্রয়োজন হয়। বর্ষা মৌসুমে অতি বৃষ্টির সময় গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে সেজন্য নালা কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। আর চারা বেশি লম্বা হলে ৩০ সেমি পর্যন্ত রেখে আগার পাতা সমান করে কেটে দিতে হবে। আর জমি সবসময়ই আগাছামুক্ত রাখা প্রয়োজন।

ফল সংগ্রহ ঃ সাধারণত চারা রোপণের (১৫-১৬) মাস পর মধ্য মাঘ থেকে মধ্য চৈত্র (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) মাসে আনারস গাছে ফুল আসে। পরবর্তীতে মধ্য জৈষ্ঠ্য থেকে মধ্য ভাদ্র (জুন-আগস্ট) মাসে আনারস পাকে। তবে সারা বছর আনারস পেতে হলে জমিকে কয়েকটি ব্লকে ভাগ করে আনারসের চারা বিভিন্ন সময়ে রোপনের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা যায়।

মুকুট ব্যবস্থাপনা ঃ ফলের মুকুট থাকা আবশ্যক। তবে বৃহৎ মুকুট অনেক সময় আনারস বাজারজাতকরণে সমস্যা হতে *পারে। তাই আনারস গাছে ফুল আসার (৬৫-৭৫) দিন পর মুকুটের কেন্দ্রীয় মেরিস্টেম লোহার তৈরি অগারের সাহায্যে* অপসারণ করা হলে ফলের বৃদ্ধি ব্যাহত না করে মুকুট ছোটই থাকবে।

ঞ) অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

মধুপুরের আনারসের অনন্য বৈশিষ্ট হলো রসালো, সুমিষ্ট স্বাদযুক্ত, চমৎকার ঘ্রাণ এবং এর আকর্ষণীয় রং। এটি আকারে বড় হয় এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালো।

ট) ব্যবহারকাল :

১৯৪২ সাল থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে। এর চাহিদা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে।

ঠ) বাণিজ্যের প্রধান অঞ্চল :

মধুপুরের আনারসের বাণিজ্যের প্রধান অঞ্চলগুলো হলো-জলছত্র বাজার, গারোবাজার, মধুপুর বাজার। এখান থেকে সারাদেশে মধুপুরের আনারস সরবরাহ করা হয়।

ভৌগোলিক নির্দেশকের ছবি ঃ

ছবি ১ ঃ আনারসের বাগান

ছবি ২ ঃ আনারসের প্রাথমিক অবস্থা

ছবি ৩ ঃ ফলসহ আনারস বাগান

ছবি ৪ ঃ অপরিপক্ক আনারস

ছবি ৫ ঃ বিক্রয় উপযোগী পরিপক্ক আনারস।

ছবি ৬ ঃ পরিপক্ক আনারস বাগান থেকে সংগ্রহকরণ

ছবি ৭ ঃ মধুপুরের আনারস পরিবহন

ছবি ৮ ঃ আনারস বাজারজাতকরণ

উৎপাদকের তালিকা ঃ

টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলায় বিভিন্ন জাতের আনারস চাষের সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের তালিকা ঃ-

ক্রমিক নং	কৃষক/কৃষাণীর নাম	পিতা/স্বামীর নাম মাতার নাম	গ্রাম ও ব্লক	মোবাইল নম্বর	জাতীয় পরিচয়পত্র নং/ কৃষক পরিচিতি নং
ইউনিয়ন: শোলাকুড়ি					
০১	মো: হবিবর রহমান	মৃত: মফিজ উদ্দিন মোছা: শেফালী	শোলাকুড়ি শোলাকুড়ি	০১৭২৭১৪০০১৭	৯৩১৫৭৯২৩৯৬৩৩৩
০২	মো: দেলোয়ার হোসেন	মৃত: আবুল কাশেম মৃত: জয়গুন্নেছা	শোলাকুড়ি শোলাকুড়ি	০১৭৩১৪২১২৭২	৯৩১৫৭৯২৩৯৩৮০৮
০৩	মো: আবু সাইদ	হবিবুর রহমান মরিয়ম	শোলাকুড়ি শোলাকুড়ি	০১৮৬২৯৩১২৩০	৯৩১৫৭৯২৩৯৬৩৩৫
০৪	মো: ইয়াকুব আলী	মৃত: আবুল কাসেম জয়গুনন্নেছা	শোলাকুড়ি শোলাকুড়ি	০১৭১৩৫৬৩৪৪০	৯৩১৫৭৯২৩৯২৭৬২
০৫	মো: শামীম হোসেন	মো: মোত্তালিব মোছা: হালিমা	শোলাকুড়ি শোলাকুড়ি	০১৭২৭২৪০৯৩২	৯৩১৫৭৯২৩৯৩৮১১
০৬	মো: আলাল হোসেন	মৃত: ছলিমুদ্দিন মোছা: ছাবিরন	শোলাকুড়ি শোলাকুড়ি	০১৭৪৮৯৫৫২৫৮	৯৩১৫৭৯২৩৯২৯১৪
০৭	মো: হাসান আলী	মৃত: ছলিমুদ্দিন মোছা: ছাবিরন	শোলাকুড়ি শোলাকুড়ি	০১৭৭৪৭৮০৫২০	৯৩১৫৭৯২৩৯২৮৭৮
০৮	মো: হোসেন আলী	আ: রহিম মৃত: আয়শা	শোলাকুড়ি শোলাকুড়ি	০১৬২১১৭৬৯৫৫	৯৩১৫৭৯২৩৯২৮৭৭
০৯	মো: মিল্টন হোসেন	মো: ফজলুল হক মোছা: রওশনারা	শোলাকুড়ি শোলাকুড়ি	০১৭৮৪৭৫৩৭৯৩	৯৩১৫৭৯২৩৯২৮৯৭
১০	মো: আক্রাম	আ: রহিম মৃত: আয়শা	শোলাকুড়ি শোলাকুড়ি	০১৭০৬৯৩৪৫৩৭	৯৩১৫৭৯২৩৯২৭
১১	মো: সুরুজ আকন্দ	মৃত আ: জব্বার সরকার মোছা: আনোয়ার	শোলাকুড়ি শোলাকুড়ি	০১৭১৮০১১৮৬০১	৯৩১৫৭৯২৩৯৩৮৯৬
১২	মো: জিয়াউল হক	মৃত আ: জব্বার সরকার মৃত: ফিরোজা	শোলাকুড়ি শোলাকুড়ি	০১৭৬৮৯৬৪৫৭৩	৯৩১৫৭৯২৩৯৪৫৯২
১৩	মো: আ: হামিদ	মৃত: এছাহাক আলী মোছা: হাজেরা খাতুন	ঢেওয়ারচালা শোলাকুড়ি	০১৭১২৩৯১৮৭৯	৯৩১৫৭৯২৩৯২০০৫
১৪	মো: লাভলু মিয়া	মৃত ইসমান আলী মো: আয়শা	ঢেওয়ারচালা শোলাকুড়ি	০১৭৪৩০৫৪১৮১	৯৩১৫৭৯২৩৯২০২৯
১৫	মো: আনোয়ার	মো: আহাদ আলী মোছা: ছকিনা	গরোভিটা শোলাকুড়ি	০১৭১৩৫৩২৪৮৮	৯৩১৫৭৯২৩৯২৬৫৪
১৬	মো: আ: জব্বার	মৃত হেলাল উদ্দিন মোছা: হাজেরা বেগম	ঢেওয়ারচালা শোলাকুড়ি	০১৭১২৩৯১৮৭৯	৯৩১৫৭৯২৩৯২৭৩৫

ক্রমিক নং	কৃষক/কৃষাণীর নাম	পিতা/স্বামীর নাম মাতার নাম	গ্রাম ও ব্লক	মোবাইল নম্বর	জাতীয় পরিচয়পত্র নং/ কৃষক পরিচিতি নং
১৭	মো: হাবিবুর রহমান	মৃত: এছাহাক আলী মোছা: হাজেরা	ঢেওয়ারচালা শোলাকুড়ি	০১৭৫৩৫১৯৮০	৯৩১৫৭৯২৩৯২০০৩
১৮	মো: আনোয়ার হোসেন	মো: আয়েতুল্যাহ মোছা: ছকিনা বেগম	ঢেওয়ারচালা শোলাকুড়ি	০১৭১৩৫৩২৪৮৮	৯৩১৫৭৯২৩৯১৬৫৪
১৯	মো: বাহাদুর	মৃত: জমতুল্যাহ মোছা: ফাতেমা	বড়ইকুড়ি শোলাকুড়ি	০১৭৪১৯৯২১২০	৯৩১৫৭৯২৩৯২৪৭৯
২০	মো: মিষ্টার	মো: আব্দুল হক আনুরা বেগম	গারোভিটা শোলাকুড়ি	০১৮৬৩৯৯২০৫৬	৯৩১৫৭৯২৩৮৮৫৫১
২১	মো: আক্তার হোসেন	মৃত: মো: রহিম মাজেদা	শোলাকুড়ি শোলাকুড়ি	০১৭৫৭৮০৩৩৭০	৯৩১৫৭৯২৩৯২৯৫৫
২২	মো: শামীম	আজগর আলী ছামছুন্নাহার	ধরংপাড় মমিনবাগ	০১৭১৯৩২২৫৪৬	৯৩১৫৭৯২৩৫১৫৮৭
২৩	সবুজ আকন্দ	জব্বার আলী মরিয়ম বেগম	ধরংপাড় মমিনবাগ	০১৭২৮১৫১০৭০	৯৩১৫৭৯২৩৮১৫২৭
২৪	দুলাল উদ্দিন	বেলায়েত রবিরননেছা	ধরংপাড় মমিনবাগ	০১৭৪০৯৫৯৮৫৭	৯৩১৫৭৯২৩৯১৩২০
২৫	ছোমেদ আলী	আকতার হোসেন ফাতেমা বেগম	শোলাকুড়ি ডি গিপাড়	০১৭৩৫৪৪০৬২৫	৯৩১৫৭৯২৩৯৯৮৬১
২৬	ফারুক হোসেন	আলতাব হোসেন হালিমা	ধরংপাড় মমিনবাগ	০১৭১৯৩২২৫৪৬	৯৩১৫৭৯২৩৬৮৭৩৩০
২৭	রতন মিয়া	আমীর আলী কহিনুর বেগম	শোলাকুড়ি মমিনবাগ	০১৭৪৪৩৮৪১১৫	৯৩১৫৭৯২৩৬৮৭৩০
২৮	আনিছ	ইয়ার মাহমুদ মোছা: রেজিয়া	নটপাড়া মমিনবাগ	০১৩২৭১২৯৮৩৫	৯৩১৫৭৯২৩৯৩৯৪৮
২৯	মো: আ: গফুর	মো: হযরত আলী মোছা: আজিদা	শোলাকুড়ি শোলাকুড়ি	০১৯১৫৭৩৯১৩৮	৯৩১৫৭৯২৩৯২৩৫১
৩০	মো: মাসুদ রানা	ইয়ার মাহমুদ মোছা: রেজিয়া	শোলাকুড়ি শোলাকুড়ি	০১৯৫২৯৪৫৩৩৪	৩৭৬৩৫১৯৯৮৪

ইউনিয়ন ঃ অরণখোলা

ক্রমিক নং	কৃষক/কৃষাণীর নাম	পিতা/স্বামীর নাম মাতার নাম	গ্রাম ও ব্লক	মোবাইল নম্বর	জাতীয় পরিচয়পত্র নং/ কৃষক পরিচিতি নং
৩১	মো: অ: রহিম	মো: ইয়াকুব আলী, বছিরন বেগম	জলছত্র, কাকরাইদ	০১৭১২৩৫০৭৩৮	৯৩১৫৭২৪৩৪৫৪১০
৩২	মো: শামীম আহমেদ	মৃত: আমজাদ হোসেন, মোছা: শাহিদা বেগম	কাকরাইদ	০১৮২৯৭১০০৮১	৯৩১৫৭২৪৩৪৭০৪১
৩৩	মো: হাসান আলী	মৃত: মো: হানিফ, বছিরন বেগম	অরণখোলা	০১৭৫০১৭৭৭১৪	৯৩১৫৭২৪৩৪৯০৬৩
৩৪	মো: চাঁদ মিয়া	মৃত: মো: তজলিস, মৃত: ছলেমন বেগম	অরণখোলা	০১৭৪৩৯৩০৮১৫	৯৩১৫৭২৪৩৪৯৬৬৭
৩৫	মো: আয়নাল মিয়া	মো: আ: কদ্দুছ, মোছা: আয়েশা বেগম	জলছত্র, কাকরাইদ	০১৬৮৪৩২১৬৪২	৯৩১৫৭২৪৩৪৫৪৭০
৩৬	জয়নুল আবেদীন	আশরাফ খান, জরিনা খাতুন	কাকরাইদ	০১৭১৩৫৪৩৬৪৯	৯৩১৫৭২৪৩৪৬২১২
৩৭	মো: আ: কাদের	মৃত: আজগর, মৃত: আমিরন বেগম	কাকরাইদ	০১৭৩৬৫৫৭৪২২	৯৩১৫৭২৪৩৪৮১২০
৩৮	মুক্তার হোসেন	মৃত: আলিম উদ্দিন, মৃত: মজিরন বেগম	কাকরাইদ	০১৭২৮৬৭২২৪৬	৯৩১৫৭২৪৩৪৪২১০
৩৯	মো: জুলহাস	আলাউদ্দিন ফকির, হালিমা খাতুন	গাছাবাড়ি, কাকরাইদ	০১৭৮৬৮৯১৮৫১	৯৩১৫৭২৪৩৪৫৫৮৪
৪০	শাহজানা আলী	কাজিম উদ্দিন, আমেনা বেগম	গাছাবাড়ি, কাকরাইদ	০১৭১৯৮০০৭০৩	৯৩১৫৭২৪৩৪৩৫৭৬
৪১	মোছা: ফজিলা বেগম	মো: আ: রাজ্জাক, আবেদা বেগম	গাছাবাড়ি, অরণখোলা	০১৩১৭০৪৫৩৩৮	৯৩১৫৭২৪৩৪৭৫৪৬
৪২	মজিবর রহমান	মো: আ: ছালাম, মজিরন বেগম	গাছাবাড়ি, অরণখোলা	০১৭৪০৬২৪২৮	৯৩১৫৭২৪৩৬৭০৪১
৪৩	প্রবীর কুমার বর্মন	জ্ঞানেন্দ্র দেব বর্মন, মৃত: শুক্লা রাণী বর্মন	গাছাবাড়ি, অরণখোলা	০১৭১৪২৩৮৬১৪	৯৩১৫৭২৪৩৪৬০৭১
৪৪	মো: মঞ্জুরুল হক	মো: ফজলুল হক, মোছা: চম্পা বেগম	গাছাবাড়ি, অরণখোলা	০১৩০২৬৫৫৮৮৩	৮৭০০০১৮১৮০
৪৫	মো: আবুল হোসেন	মো: সামেস উদ্দিন, সাহেরা খাতুন	কালার বাজার, অরণখোলা	০১৭৩৫১৭১৩৯৯	৯৩১৫৭২৪৩৬০২৬৪

ক্রমিক নং	কৃষক/কৃষাণীর নাম	পিতা/স্বামীর নাম মাতার নাম	গ্রাম ও ব্লক	মোবাইল নম্বর	জাতীয় পরিচয়পত্র নং/ কৃষক পরিচিতি নং
৪৬	হোসেন আলী	মৃত: হানিফ আলী, মৃত: ছলেমন বেগম	অরণখোলা	০১৭৩২৩২৭২৩৩	৯৩১৫৭২৪৩৮১৭৮১
৪৭	মো: আল মামুন	মো: আবুল কাশেম, মোছা: রোকেয়া বেগম	অরণখোলা	০১৬৮২৮৫০৯৪৬	৯৩১৫৭২৪৩৪৯১৪৮
৪৮	মো: বেলায়েত হোসেন	মো: মতিয়ার হোসেন	আমলিতলা, ভূটিয়া	০১৭১৩৫২১২৭৮	৯৩১৫৭২৪৩৫০২৬৪
৪৯	জসিম উদ্দিন	মো: আ: কুদ্দুছ, জহুরু বেগম	অরণখোলা	০১৭৯২৩৫৬৯৮৮	১৯৮০৯৩১৫৭২৪০০০০৩৭
৫০	মো: লিয়াকত আলী খাঁন	মো: ইন্তাজ আলী খাঁন, মোছা: করিমন বেগম	গাছাবাড়ি, ভূটিয়া	০১৭৪৩৯১৪৩৬৭	৯৩১৫৭২৪৩৪৮১৫৮
৫১	ডেভিট চিরান	মৃত: জনদারু, তারা চিরান	গায়রা, ভূটিয়া	০১৭১২০৩৯২৬২	৯৩১৫৭২৪৩৪৭৪২১
৫২	মো: হাসমত আলী	মৃত: আকবর, হাসনা বেগম	জলই, ভূটিয়া	০১৭১৩৫৩৫৩৭৮	৯৩১৫৭২৪৮৫৩১০৬
৫৩	জন নকরেক	মার্টিন নকরেক, বিমলা	টেলকি, ভূটিয়া	০১৭৯৪৩৭৯১৮৮	৯৩১৫৭২৪৮৫৩১১৬
৫৪	বিশ্ব সাংমা	কিতিন্দ্র মারাক, প্রতিমা সাংমা	জলই	০১৭৯৫৯৫৬৬৩৫	৯৩১৫৭২৪৮৫৩০৮৮
৫৫	আ: মোতালেব	মৃত: আজিম উদ্দিন, লাল ভানু	গাছাবাড়ি, ভূটিয়া	০১৭১০০১২৮৫০	৯৩২৫৭০৪২১০৭৮০
৫৬	আনিছুর রহমান	আ: রশিদ, আম্বিয়া বেগম	ভূটিয়া	০১৬২৮৯৩৫৬৫১	৯৩১৫৭২৪৩৬১৫৮৮
৫৭	নাছির উদ্দিন	আবেদ আলী, বুলবুলি বেগম	গাছাবাড়ি, অরণখোলা	০১৭৪০৬১৪৫২৪	৯৩১৫৭২৪৬৭৮৯৯
৫৮	মো: আ: রাজ্জাক	মৃত: মো: নবাব আলী, মৃত: রেজিয়া বেগম	আমলীতলা, ভূটিয়া	০১৭৩৫৩০৮৫৪৭	৯৩১৫৫৭২৪৩৬০৫৩১
৫৯	আমজাদ হোসেন	মো: আদম আলী, মোছা: আনোয়ারা বেগম	ঘুঘুর বাজার	০১৭১৯৮০৩২৫১	৯৩১৫৭২৪৫০৬৩১১
৬০	মো: আবুল হোসেন সাগর	মো: আ: রহমান, মোছা: আনোয়ারা	আমলীতলা, ভূটিয়া	০১৭৩১৫৪৫৫৩৭	১৯৮৬৯৩১৫৭২৪০০০০৫৫

ইউনিয়নঃ বেরিবাইদ

ক্রমিক নং	কৃষক/কৃষাণীর নাম	পিতা/স্বামীর নাম মাতার নাম	গ্রাম ও ব্লক	মোবাইল নম্বর	জাতীয় পরিচয়পত্র নং/ কৃষক পরিচিতি নং
৬১	মো: আ: মান্নান	মোকছেদ আলী, মছিরন বেগম	মাগন্তিনগর	০১৭১৯৬২৩৬৮৬	৯৩১৫৭২৪৩৬৮১২৮
৬২	মো: মোন্নেছ আলী	মৃত: হোসেন আলী, সমিরন নেছা	মাগন্তিনগর	০১৭৮৭৮১৭০৮৭	৯৩১৫৭২২৪৫৯৮৬৪৩
৬৩	মো: জাভেদ আলী	মৃত: মো: মোনছের আলী, মোছা: জাবেদা বেগম	উত্তর জাঙ্গালিয়া	০১৭৩৩৪৯৭৩০৮	৯৩১৫৭২৪৩৬৬৫৬২
৬৪	মো: সাহাবুদ্দিন	মো: নজরুল ইসলাম, মোছা: সেলিনা বেগম,	জাঙ্গালিয়া মাগন্তিনগর	০১৭১৩৬৬৬৪৫৫	১৯৮৯৯৩১৫৭২৪০০০০০৫
৬৫	মো: সেলিম হোসেন	মো: মজিবর রহমান, মোছা: মনোয়ারা বেগম	মাগন্তিনগর	০১৭২৮০১১৫৯৬	৯৩১৫৭২৪৩৪৭৩৮৮
৬৬	মো: ইয়াহিয়া আহমদ	মৃত: জামাল, মোছা: সারেহা	ফৈটমারি, মাগন্তিনগর	০১৭৩৩২৮০৮৭৩	৯৩১৫৭২৪৩৬৭৩৭৭
৬৭	মো: রেজাউল ইসলাম	মো: আইন আলী, আলীমন	দক্ষিণজাঙ্গালিয়া, মাগন্তিনগর	০১৭৪৬৬০৫৯৫৫	৯৩১৫৭২৪৩৬৬০১০
৬৮	মো: আ: আজিজ	মো: মোতালেব হোসেন, মোছা: আম্বিয়া বেগম	মাগন্তিনগর	০১৭১৯৮০২৮৩৪	৯৩১৫৭২৪৩৬৬৪২২
৬৯	মো: রমজান আলী	শুকুর আলী, আমেনা বেগম	মাগন্তিনগর	০১৭৬১৮৬৮২৪৪	৯৩১৫৭২৪৩৬৬১৬৫
৭০	ফিরোজ আহমেদ	আলহাজ আ: গফুর, বেগম সুফিয়া সরকার	মাগন্তিনগর	০১৭১২৫১৩০৭৯	৯৩১৫৭৩৪৩৬৪৮৩৬
৭১	মো: জুলহাস উদ্দিন	আমির মন্ডল, মোছা তালেমন বেগম	মাগন্তিনগর	০১৭৩৪০৭৩৯১১	৯৩১৫৭২৪৩৬৮১৭৪
৭২	তুহিন দফো	থমাস চাম্বুগং, সুসমা দফো	দক্ষিণজাঙ্গালিয়া, মাগন্তিনগর	০১৭২৩৪৪৯৯১০	১৯০০২০৮১৪৯
৭৩	মো: রাজ্জাক	মো: ফজল মিয়া, মোছা: সম্পা বেগম	চুনিয়া, মাগন্তিনগর	০১৭৪০৬২২৯৬৩	১৯৯১৯৩১৫৭২৪০০০২৪৪
৭৪	নাজমুল হাসান	মো: আব্দুস সামাদ, নাজমা বেগম	মাগন্তিনগর	০১৭১২৭৬২০৪৪	৯৩১৫৭২৪৩৬৫২২০
৭৫	মো: রাজ্জাজ আলী	মৃত: মো: জোয়াদ আলী, বাছিরন	মযুরমারা, মাগন্তিনগর	০১৭৭৯৭২১৮৫৪	৯৩১৫৭২৪৩৬৭৮৯৪

ইউনিয়নঃ আউশনারা

ক্রমিক নং	কৃষক/কৃষাণীর নাম	পিতা/স্বামীর নাম মাতার নাম	গ্রাম ও ব্লক	মোবাইল নম্বর	জাতীয় পরিচয়পত্র নং/ কৃষক পরিচিতি নং
৭৬	আ: সামাদ	মৃ. জোয়াদ আলী	গোপীনপুর রামকৃজ্ঞবাড়ী	০১৭২৯৯২৮৭৩০	৯৩১৫৭২৮৩১১২২৬
৭৭	মনির হোসেন	আ: মালেক	গোপীনপুর রামকৃজ্ঞবাড়ী	০১৭৬২৮৯৫৭৯৪	৯৩১৫৭২৮৩০০২৬১
৭৮	মফিজ উদ্দিন	মৃ. আ: আলীম	রামকৃজ্ঞবাড়ী রামকৃজ্ঞবাড়ী	০১৭৪০৬২৭৩৭৪	৯৩১৫৭২৮৩৯৪৯৫৯
৭৯	আব্বাস আলী	আছান আলী ফকির	জয়তেতুল রামকৃজ্ঞবাড়ী	০১৮১০৪০০৮৭২	৯৩১৫৭২৮৩৪৯৮৭০
৮০	ফকির হোসেন	ওয়াহেদ আলী	জয়তেতুল রামকৃজ্ঞবাড়ী	০১৮১২৯৫৩০৫০	৯৩১৫৭২৮২৯৮২৪৬
৮১	মো: মকবুল হোসেন	মো: তমিজ উদ্দিন জামিরন বেগম	ইদিলপুর ইদিলপুর	০১৭১৪৩৭৬৯৪০	১৯৭০৯৩১৫৭২৮০০০০০৭
৮২	মো: ইমান আলী	মো: কুদ্দুস আলী মোছা: চম্পা বেগম	ওবাকার বাইদ ইদিলপুর	০১৭৪৬৬৮৩৮৫৫	৯৩১৫৭২৮২৯৭৪২০
৮৩	মো: আমজাদ আলী	মনির উদ্দিন হাউসী বেওয়া	বোকার বাইদ ইদিলপুর	০১৭৪৮৯৯৭৩০৮	৯৩১৫৭২৮২৯৭৫৬৪
৮৪	মো: ইয়াকুব আলী	মো: আবু শেখ মোছা: ইয়ারন	বোকার বাইদ ইদিলপুর	০১৮৮৯৬৩১০৩৪	৯৩১৫৭২৮২৯৭৫৫০
৮৫	মো: ফরিদ উদ্দিন	লিয়াকত উদ্দিন সখিনা বেগম	ইদিলপুর ইদিলপুর	০১৭৪১৭৬২৩৪৬	৯৩১৫৭২৮২৯৫৭৭৩
৮৬	আ: জলিল	মোকাদ্দেস আলী তারামন নেছা	ইদিলপুর ইদিলপুর	০১৭৩২১৯৫৬৭৭	৯৩১৫৭২৮২৯৫১৬৩
৮৭	মো: ফজলুল হক	মোকছেদ আলী হাওয়া বেগম	ইদিলপুর ইদিলপুর	০১৭৩২১৯৫৬৭৭	৯৩১৫৭২৮১৭৬৭৫০
৮৮	মো: আ: ছালাম	মো: আজগর ছালেহা বেগম	ইদিলপুর ইদিলপুর	০১৭২৯৯২৯০৬৪	৯৩১৫৭২৮২৯৫৪০৩
৮৯	আব্বাস আলী	আজগর আলী ছালেহা বেগম	ইদিলপুর ইদিলপুর	০১৩২৪১৯৬৫২৫	৯৩১৫৭২৮২৯৫৪০৭
৯০	মো: আ: মান্নান	আজম আলী মোছা: অহিরন	ইদিলপুর ইদিলপুর	০১৭৪০৯০৫৪০৮	৯৩১৫৭২৮২৯৫০৩৭

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস–সিডিপি-ক শাখা–১৫২৮/২০২৩-২০২৪/শিল্প–২৮-০৩-২০২৪–২০০ বই।

রেফারেন্স ঃ

১। লোকসাহিত্য। আশরাফ সিদ্দিকী। প্রথম সংস্করণ ১৯৬৩। পৃষ্ঠা ২৪৪

২। জেলা ব্র্যান্ড বুক। জেলা প্রশাসন টাঙ্গাইল। পৃষ্ঠা ৬০

৩। কৃষি তথ্য ভান্ডার। ইউএসএআইডি
http://aisekrishi.org/Seeds/view/519/জয়নটকউ/language:bn

৪। অবহেলায় মধুপুরের আনারস। ডেইলি স্টার। ২৬ জুলাই, ২০২৩
https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/agriculture/news-499771

৫। কৃষি প্রযুক্তি হাতবই। বিএআরআই। অষ্টম সংস্করণ। পৃষ্ঠা ২০০
http://bcpabd.com/wp-content/uploads/2021/04/Krishi-Projukti-Hatboi-2019-8th-Edition- with-Bookmarks.pdf

৬। ফল উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল (পৃষ্টা নং ৫৩-৫৪), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

৭। টাঙ্গাইলের মধুপুর: আনারসের রাজ্য মধুপুরের জলছত্র বাজার। ইউএনবি। ৬ আগস্ট ২০২২
https://www.youtube.com/watch?v=eA8iBwV3MMs

৮। মধুপুর: আনারসের রাজধানী। এখন টিভি। ৩১ জুলাই ২০২২
https://www.youtube.com/watch?v=5jNotzuSS8M

৯। আনারসের রাজধানী মধুপুর। ঢাকা মেইল। ১১ মার্চ, ২০২২
https://dhakamail.com/agriculture-and-environment/5437

For official use only

Printed by: **Dr. Mohammad Mofizur Rahman,** Deputy Director (Deputy Secretary),
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary),
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.